বরিশাল সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, বরিশাল।

২৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ	মোঃ শওকত আলী প্রশাসক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল ও বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল।
তারিখ	ঃ	২৫ আগস্ট ২০২৪
সময়	ঃ	বিকাল ৩.০০ টা
স্থান	ঃ	সভাকক্ষ, নগর ভবন, বরিশাল।
উপস্থিতি	ঃ	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সভায় উপস্থিত এবং ভার্চুয়াল (জুম) প্লাটফর্মে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। শুরুতেই সাম্প্রতিক সময়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত সকল ছাত্র-জনতা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং গত ০৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ সাবেক মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ এর বরিশাল মহানগরস্থ বাড়ীতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ১৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর গাজী নঈমুল হোসেন লিটু নিহত হওয়ায় তাদের সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয় এবং ০১ (এক) মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের ১২ টি সিটি কর্পোরেশনসহ সকল জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং পৌরসভাগুলোতে প্রশাসক নিয়োগ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক হিসেবে বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল-কে অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। সভাপতি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপন করেন এবং আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০১নং আলোচ্যসূচি ঃ গত ২৯ জুলাই ২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত ৫ম পরিষদের ৩য় সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও দৃঢ়করণ।

আলোচনা ঃ সভায় গত ২৯ জুলাই ২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত ৫ম পরিষদের ৩য় সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান হয়। সভাপতি উক্ত কার্যবিবরণীর ৩নং আলোচ্যসূচির ২নং সিদ্ধান্তে "সিএস নকশা অনুযায়ী" খালের প্রকৃত সীমানা নির্ধারণের প্রস্তাব করেন এবং আলোচ্যসূচি ৫ এর বিষয়ে অধিকাংশ কাউন্সিলর নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মার্কেট উপ-আইন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের জন্য উপযোগী বিধায় নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন মার্কেট উপ-আইন, বরিশাল্ সিটি কর্পোরেশন এর মার্কেট উপ-আইন হিসাবে চালুর জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণে একমত পোষণ করেন।"

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) অবস্থান ভেদে খাল হতে সর্বনিম্ন ১৫ মিটার থেকে সর্বোচ্চ ৩২০ মিটার পর্যন্ত দূরত্ব রেখে ভবন নির্মাণের বিষয়ে বিদ্যমান মাস্টার প্লানে বর্ণিত আছে। উক্ত মাষ্টার প্লান সংশোধন ব্যতিরেকে এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এখতিয়ার বহির্ভূত। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত বিষয়ে ৩য় সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে উক্ত সভার বাকি সিদ্ধান্তসমূহ দৃঢ়করণ করা হলো।

খ) আলোচ্যসূচি ৫ এ নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মার্কেট উপ-আইন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের উপযোগী বিধায় বরিশাল সিটি কর্পোরেশন মার্কেট উপ-আইন হিসাবে চালুর জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা/সচিব/প্রধান প্রকৌশলী/বাজেট কাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/স্থপতি/নগর পরিকল্পনাবিদ/প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

২নং আলোচ্যসূচী ঃ ক্ষতিগ্রস্ত নগর ভবন মেরামত সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ জনাব মোঃ হুমায়ূন কবির, কাউন্সিলর, ২৮নং ওয়ার্ড, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল বলেন গত ০৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ সরকার পতনের পর অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতিকারীরা বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনে হামলা, এ্যানেক্স ভবনে

অগ্নি সংযোগ, ৫ তলা বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম ভাংচুর, মালামাল বিনষ্টসহ ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি করে। তিনি জরুরী ভিত্তিতে ভবন দু'টি মেরামতের প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন রাষ্ট্রীয় স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হলে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটা দুঃখজনক। এ্যানেক্স ভবন, নগর ভবন, ৫ম তলা বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম এবং বিবিরপুকুরপাড়ে ইলেকট্রিক পোল, লাইটসহ অন্যান্য স্থাপনা কি পরিমান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা তিনি জানতে চাইলে নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) জনাব আবদুল মোতালেব বলেন অগ্নিসংযোগের কারণে এ্যানেক্স ভবনটি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, ইটপাটকেল নিক্ষেপের কারণে নগর ভবনের গ্লাস ভেঙ্গে গিয়েছে, অডিটোরিয়াম ভাংচুর ও মালামাল বিনষ্ট হয়েছে, এ্যানেক্স ভবনে অগ্নিসংযোগের ফলে জনস্বাস্থ্য বিভাগের সকল প্রকার ঔষধ ও ভ্যাকসিন এবং মশক নিধন কার্যক্রমের যন্ত্রপাতি, পরিচ্ছন্নতা বিভাগের সকল নথিপত্র, মালামাল, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্ষতি হয়। অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ভবন ও মালামালের ক্ষয়-ক্ষতির নিম্নলিখিত বিবরণ গত ২০/০৮/২০২৪ তারিখ বিসিসি/প্র:তপ্র:নথি-১৯/২৩-৫৪০(ক) স্মারক মারফত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

০১।	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের পাঁচতলা বিশিষ্ট এ্যানেক্স ভবনটি অগ্নিকান্ডে সম্পূর্ণ পুড়ে যায়, যার ক্ষতির পরিমাণ-	১২,৩১,৩৬,৭৪৯/-
০২।	পাঁচতলা বিশিষ্ট অডিটরিয়াম সম্পূর্ণ ভাংচুর ও মালামাল বিনষ্ট হয়েছে, যার ক্ষতির পরিমাণ	৪,৪১,২৭,১৫০/-
০৩।	তিনতলা বিশিষ্ট নগর ভবন আংশিক ভাংচুরের ফলে ক্ষতির পরিমাণ	৭,২৩,১৮৬/-
০৪।	বিবিরপুকুরের চর্তুপার্শ্বের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ভাংচুর ও বিনষ্ট হওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ	৩,৮৩,৭১০/-
০৫।	বরিশাল সিটি কর্পোরশনের এ্যানেক্স ভবনে সংরক্ষিত জনস্বাস্থ্য বিভাগে সরকার প্রদত্ত ভ্যাকসিন, ঔষধ, লজিষ্টিক মালামাল, ভিটামিন এ ক্যাপসুল, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধণ সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র ইত্যাদি আগুনে পুড়ে যাওয়ার ক্ষতির পরিমাণ-	১,০৭,০০,০০০/-
০৬।	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের এ্যানেক্স ভবনে সংরক্ষিত মশক নিধন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, ঔষধ মালামাল ইত্যাদি আগুনে পুড়ে যাওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ-	৬৯,২৮,৩৪০/-
০৭।	বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের এ্যানেক্স ভবনের নিচতলায় পরিচ্ছন্নতা বিভাগের সংরক্ষিত মালামাল ও আসবাবপত্র ইত্যাদি আগুনে পুড়ে যাওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ-	১৫,৩২,০০০/-
	সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণঃ	১৮,৭৫,৩১,১৩৫/-

এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন দুটি ভবন একসাথে নির্মাণ ও মেরামত করার মত অর্থের সংস্থান বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের তহবিলে নেই। জরুরী ভিত্তিতে নগর ভবন সংস্কার করতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হতে পারে তা জানতে চাইলে জনাব আবদুল মোতালেব, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) বলেন- ভাংগা গ্লাস সরিয়ে গ্লাস পুনঃস্থাপন কাজে ৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকার প্রাক্কলন তৈরি হয়েছে, ২টি কোটেশনের মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে নগর ভবন মেরামত করা যায়। এ বিষয়ে উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ জরুরী ভিত্তিতে নগর ভবন মেরামতের পক্ষে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জরুরীভিত্তিতে নগর ভবনের ভাংগা গ্লাস প্রতিস্থাপন কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকার বিপরীতে ২টি কোটেশনের মাধ্যমে নগর ভবনের গ্লাস লাগানোসহ মেরামত কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/প্রধান প্রকৌশলী/বাজেট কাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

৩ নং আলোচ্যসূচী ঃ প্রকৌশল বিভাগের কে.এফ.ডব্লিউ প্রকল্প, কোভিড প্রকল্প, রাস্তা ও ড্রেন প্রকল্প, খাল ও সমন্বিত প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনাঃ সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বলেন- বরিশাল শহরের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজিত নগর উন্নয়ন প্রোগ্রাম যা শুরু হয় জুলাই ২০১৮ সালে, যার মেয়াদ ছিল জুন ২০২২ পর্যন্ত। ২ বার মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে ডিসেম্বর ২০২৪ সালে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩০.১৯ কোটি টাকা যার মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৯৬.৯২ কোটি টাকা যা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কে.এফ.ডব্লিউ অনুদান হিসাবে প্রদান করছে। কাজের ভৌত অগ্রগতি ৮৮%, আর্থিক অগ্রগতি ৫৯.২০%। কোভিড প্রকল্প সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত, প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৫৬৬.৬৬ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত ১৩টি প্যাকেজের ৪৫.৬৬ কোটি টাকার কাজের দরপত্র আহবান করে ৭টি প্যাকেজের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং ৬টি দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়াও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিভিন্ন রাস্তা উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন শীর্ষক

প্রকল্পের মোট ব্যয় ৭৯৭০৬.৬৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২৬৭ কোটি টাকায় ১৮টি প্যাকেজের কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২৪ হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত।

এ প্রসঙ্গে জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান গাজী (হিরু), কাউন্সিলর ১৭নং ওয়ার্ড; জনাব মোঃ হুমায়ূন কবির, কাউন্সিলর ২৮নং ওয়ার্ড; জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান তালুকদার, কাউন্সিলর ২৭নং ওয়ার্ড; জনাব মোঃ শাহিন সিকদার, কাউন্সিলর ১৬নং ওয়ার্ড; জনাব মোঃ ফিরোজ আহমেদ, কাউন্সিলর ২৪নং ওয়ার্ড বলেন বরিশাল মহানগরীর রাস্তাঘাট, ড্রেন ইত্যাদির অবস্থা খুবই খারাপ। জলাবদ্ধতা এখন বরিশাল শহরের নিত্যসঙ্গী বলে বক্তাগণ উল্লেখ করেন। বরিশাল মহানগরীর উন্নয়নের স্বার্থে উল্লিখিত প্রকল্পগুলোর কাজ চলমান রাখার প্রস্তাব করেন। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। এ প্রসঙ্গে সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, প্রকল্পগুলো যাতে চলমান থাকে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করার পাশাপাশি কাজের গুণগতমান যাতে বজায় থাকে সেজন্য প্রয়োজনীয় তদারকি করার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া এক প্রকল্পের অর্থ অন্য প্রকল্পে ব্যয় না কারার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এক্ষেত্রে কোন রকম অনিয়ম বরদাশত করা হবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(০১) কে.এফ.ডব্লিউ প্রকল্প, কোভিড প্রকল্প এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিভিন্ন রাস্তা উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন শীর্ষক চলমান প্রকল্পগুলো জনস্বার্থে সর্বসম্মতিক্রমে চালু রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(০২) চলমান উন্নয়নমূলক কাজ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ নিয়মিত তদারকি করে কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করবেন এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(০৩) কোভিড প্রকল্পের অর্থ অন্য কোন খাতে ব্যয় করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়নে ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

৪ নং আলোচ্যসূচী ঃ বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রাস্তা ও ড্রেন সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনাঃ জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান গাজী (হিরু), কাউন্সিলর ১৭নং ওয়ার্ড; জনাব সৈয়দ হুমায়ূন কবির লিংকু, কাউন্সিলর ৯নং ওয়ার্ড জানান যে, বরিশাল শহরের রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। অপর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে জলাবদ্ধতা লেগেই থাকে বিধায় চলাচল অনুপযোগী রাস্তা এবং ড্রেনগুলো সংস্কার করার প্রস্তাব করেন। তারা অনেক ড্রেনের উপরের স্লাব ভাঙ্গা, অনেক ড্রেনের মুখে আয়রণ স্লাব চুরি হওয়ার ফলে ড্রেনের মুখ উম্মুক্ত অবস্থায় আছে যা খুবই বিপজ্জনক বলে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। অনতিবিলম্বে ড্রেনের উম্মুক্ত মুখগুলিতে স্লাব স্থাপনসহ চলাচল অনুপযোগী রাস্তা ও ড্রেন সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ যে সকল রাস্তা চলাচলের অনুপযোগী এবং যে সকল ড্রেনের উপর পূর্বে স্লাব ছিল কিন্তু বর্তমানে নেই জরুরী ভিত্তিতে সে সকল রাস্তা, ড্রেন এবং স্লাবের প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক মেরামত/নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নেঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

৫ নং আলোচ্যসূচী ঃ বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ক্রয় সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনাঃ সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা (চ.দা.), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বলেন, এ্যানেক্স ভবন তাদের মূল কার্যালয় ছিল সেখানে পরিচ্ছন্নতা কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি যেমন- কাটারি, সাঝি, ব্যালচা ইত্যাদি ও মশকনিধন কাজে ব্যবহৃত স্প্রে মেশিন এবং ফগার মেশিন ছিল। অগ্নিকান্ডে সেগুলো নষ্ট হয় এবং অনেক সামগ্রী লুট হয়। বর্তমানে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার জন্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে জনাব কোহিনুর বেগম, প্যানেল মেয়র-৩ ও কাউন্সিলর সংরক্ষিত আসন-৩ বলেন- বরিশাল মহানগরীর রাস্তাঘাট, ড্রেন সংস্কারের পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিদিন রাস্তাঘাট সংস্কার না করলেও চলে কিন্তু শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে যার কোন বিকল্প নেই। তিনি জরুরী ভিত্তিতে পরিচ্ছন্নতা কাজে ব্যবহৃত ভ্যানবক্স মেরামতসহ সরঞ্জামাদি ক্রয় করার অনুরোধ জানান। যে কোন পরিস্থিতিতে শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাসহ পরিচ্ছন্নতা কর্মীগণ যাতে সঠিকভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে সে বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ একটি পরিচ্ছন্ন নগরী গড়ার লক্ষ্যে পরিচ্ছন্নতা কাজে ব্যবহৃত ভ্যানবক্স মেরামতসহ বিভিন্ন সরঞ্জামাদি জনস্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/বাজেট-কাম-হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

৬ নং আলোচ্যসূচী ঃ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের কাজে ব্যবহৃত কেন্দ্রীয় ভান্ডার শাখার বিভিন্ন সরঞ্জামাদি, মনিহারী মালামাল ক্রয়/ছাপানো সম্পর্কে আলোচনা।

আলোচনাঃ সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, ভান্ডার কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বলেন- সিটি কর্পোরেশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কাগজ, কলমসহ বিভিন্ন মনিহারী সরঞ্জামাদি প্রয়োজন। এছাড়া বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন রকম ফরম ও রেজিষ্ট্রার ছাপানো হয়েছিল। এতে বিগত সরকারের বিভিন্ন শ্লোগান বাদ দিয়ে নতুন করে ফরম/রেজিস্ট্রার ছাপাতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। এ বিষয়ে জনাব মনিরুজ্জামান তালুকদার, কাউন্সিলর ২৭নং ওয়ার্ড; জনাব আয়শা তৌহিদ লুনা, কাউন্সিলর সংরক্ষিত আসন-৪, সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে দৈনন্দিন কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার জন্য বিভিন্ন মনিহারী সরঞ্জামাদি ক্রয় করার প্রস্তাব করেন। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, বিভিন্ন শাখায় ব্যবহৃত ফরম, ট্রেড লাইসেন্স, হোল্ডিং ও পানির বিল রেজিস্ট্রার ইত্যাদি যা ইতঃপূর্বে ছাপানো হয়েছে, শ্লোগান সম্বলিত সামগ্রী বাদ দিয়ে নতুন করে মুদ্রণ করতে গেলে সেটি একদিকে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার অন্যদিকে নাগরিক সেবা বিঘ্নিতসহ প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে। তিনি মুদ্রণকৃত সকল সামগ্রীর শ্লোগানের অংশটুকু মুছে ব্যবহার করার প্রস্তাবসহ পূর্বে মুদ্রিত ফরম/রেজিস্ট্রার শেষ হলে শ্লোগান বাদ দিয়ে নতুন করে মুদ্রণ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত জরুরী মনিহারী মালামাল ক্রয় করার সিদ্ধান্ত হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন শাখায় ব্যবহৃত বিলের কপি, ফরম রেজিস্ট্রার, ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদির শ্লোগান অংশটুকু মুছে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওগুলো শেষ হওয়ার পরে শ্লোগান বাদ দিয়ে নতুন ফরম, রেজিস্ট্রার ইত্যাদি মুদ্রণ করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা/সচিব/প্রধান প্রকৌশলী/ভান্ডার কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

৭ নং আলোচ্যসূচী ঃ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বৈদ্যুতিক শাখার রাস্তার বাতি রক্ষণা-বেক্ষনের জন্য বাল্বসহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনাঃ জনাব অহিদ মুরাদ, সহকারী প্রকৌশলী (চঃদাঃ), বিদ্যুৎ শাখা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, সভাপতির অনুমতিক্রমে বলেন বর্ষা-মৌসুমে সড়ক বাতি অন্য সময়ের চেয়ে বেশী নষ্ট হয়। এছাড়া প্রতিটি পোষ্টে পনের বছরের পূর্বের শেড ব্যবহার করা হচ্ছে, শেড ব্যতীত সড়ক বাতি টেকসই হয় না, বিশেষ করে বর্ষা-মৌসুমে হোল্ডারের ভিতর পানি ঢুকলে বাল্ব নষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়ে জনাব মনিরুজ্জামান তালুকদার, কাউন্সিলর ২৭নং ওয়ার্ড বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বলেন- রাতে নগরবাসীর নির্বিঘ্নে চলাচলের জন্য সড়ক বাতি একটি জরুরী বিষয়, তাই পর্যাপ্ত মানসম্মত সড়ক বাতিসহ জরুরী বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়ের প্রস্তাব করেন। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, শেড ব্যতীত যেহেতু সড়কবাতি টেকসই হয় না, তাই পর্যায়ক্রমে শেডসহ এল.ই.ডি. বাল্ব ব্যবহার করা যায়। উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জরুরী প্রয়োজনে পর্যায়ক্রমে শেডযুক্ত এল.ই.ডি. সড়ক বাতিসহ বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা / প্রধান প্রকৌশলী / বাজেট-কাম-হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা / সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

৮ নং আলোচ্যসূচী ঃ স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা

আলোচনাঃ জনাব ডাঃ পল্লবী সুলতানা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (চুক্তিভিত্তিক), সভাপতির অনুমতিক্রমে বলেন- স্বাস্থ্য বিভাগের সকল কার্যক্রম এ্যানেক্স ভবনে ছিল, সেখানে রক্ষিত স্বাস্থ্য বিভাগের ফ্রিজ, এসি, ভ্যাকসিন, ভ্যাকসিন কেরিয়ারসহ সকল সরঞ্জামাদি পুড়ে যায়, বিষয়টি তিনি সিভিল সার্জন, বরিশাল এবং ইউনিসেফ-কে অবহিত করেছেন। বর্তমানে স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত ই.পি.আই. কর্মীগণ কোথাও বসার সুযোগ পাচ্ছে না। নগর ভবনেও স্থান সংকুলান হচ্ছে না, তাই আমানতগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের

গ্যারেজ সংলগ্ন স্থানে অস্থায়ী একটি শেড তৈরি করে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য তিনি নিবেদন করেন। জনাব কোহিনুর বেগম, প্যানেল মেয়র-৩, কাউন্সিলর সংরক্ষিত আসন-৩, সভাপতির অনুমতিক্রমে বলেন- নগরবাসীর স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষ করে শিশুদের টিকাদান কর্মসূচী বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ই.পি.আই কর্মীগণ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। সুতরাং জরুরীভাবে স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনার লক্ষ্যে আমানতগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের গ্যারেজ সংলগ্ন অস্থায়ী শেড নির্মাণ এবং সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় করার প্রস্তাব করেন। উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। এ প্রসঙ্গে সভাপতি শিশুদের টিকাদান কর্মসূচী একটি বাধ্যতামূলক ও স্পর্শকাতর বিষয় হওয়ায় এগুলো চালু রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চালু রাখার জন্য অস্থায়ীভাবে আমানতগঞ্জ গ্যারেজ সংলগ্ন একটি শেড তৈরী করা এবং জরুরী স্বাস্থ্য সেবা সামগ্রী ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা / প্রধান প্রকৌশলী / বাজেট-কাম-হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা / স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

৯ নং আলোচ্যসূচী ঃ পানি সরবরাহ বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

আলোচনাঃ জনাব ওমর ফারুখ, নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি সরবরাহ বিভাগ, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, সভাপতির অনুমতিক্রমে বলেন- পানি সরবরাহ বিভাগের কিছু জরুরী কাজ যেমন- পানি সরবরাহ লাইনে লিক হওয়ায় তাৎক্ষনিক মেরামত এবং পাম্প নষ্ট হলে সাথে সাথে মেরামত করতে হয়। সভাপতি নির্বাহী প্রকৌশলী (পাস) এর কাছে পানি সররবাহের কাজে কত ডায়ামিটারের পাইপ ব্যবহার করা হচ্ছে জানতে চাইলে উত্তরে তিনি বলেন, কোনও কোনও সড়কে ৪" এবং কোন কোন সড়কে ৬" ডায়ামিটারের পাইপ স্থাপন করা আছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, নতুন যেখানে পাইপ লাইন স্থাপন করা হচ্ছে সেখানে ভবিষ্যতে ৬" ডায়ামিটারের সোর্স পাইপ লাইন ক্রমবর্ধনমান জনসাধারনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে না। তাই সম্পূর্ণ নতুনভাবে স্থাপনের জন্য পানির সোর্স লাইন ৬" ডায়ামিটারের পরিবর্তে ৮" ডায়ামিটার করা যেতে পারে। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোঃ ফিরোজ আহমেদ, কাউন্সিলর ২৪নং ওয়ার্ড বলেন, পানি সরবরাহ বিভাগের কাজ অত্যন্ত জরুরী, শহরের অনেক পরিবার এ পানির উপর নিভরশীল। তাই তিনি পানি সরবরাহের কাজের স্বার্থে জরুরী সরঞ্জামাদি ক্রয় করার প্রস্তাব করেন। উপস্থিত কাউন্সিলবৃন্দ উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) পানি সরবরাহ লাইনে লিক এবং মটর নষ্ট হলে জরুরী ভিত্তিতে মেরামতসহ সরঞ্জামাদি বিধি মোতাবেক সরবরাহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(২) ভবিষ্যত চাহিদা পূরণকল্পে সম্পূর্ণ নতুনভাবে স্থাপনযোগ্য পানি সরবরাহের সোর্স লাইন ৬" ডায়ামিটারের পরিবর্তে ৮" ডায়ামিটারের পাইপ স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা / প্রধান প্রকৌশলী / নির্বাহী প্রকৌশলী (পাস) / বাজেট-কাম-হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

১০ নং আলোচ্যসূচী ঃ বিবিধ (ক)

আলোচনাঃ জনাব মোঃ মশিউর রহমান, বাজেট কাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, সভাপতির অনুমতিক্রমে বলেন সাবেক মেয়র জনাব সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ এর মেয়াদকালীন সময়ে বিধিবহির্ভূতভাবে চাকুরীচ্যুত ২৪ জন নিয়মিত কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং মামলাকারী ৫২ জন স্কেলভূক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং সাময়িক বরখাস্ত ১০ জন ও বিশেষ কর্মে নিযুক্ত ১০ জনসহ মোট ৯৬জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পুনঃবহাল করায় তাদের বকেয়া বেতন ভাতা ও সিপিএফ বাবদ পাওনা ৯,৬৯,৮৬,০০২/- টাকা এবং ২৮১ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের চাকুরীকালীন বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা (সিলেকশন গ্রেড, উচ্চতর গ্রেড, টাইম স্কেল ও ইনক্রিমেন্ট) বাবদ বকেয়া ১,৭৩,৬৫,৩১৪/- টাকা। এছাড়া ৪র্থ পরিষদের মেয়াদকালীন সময়ে অবসর প্রাপ্ত ৪২ জন কর্মকর্তা / কর্মচারীদের লামগ্রান্ট ও গ্রাচ্যুইটি বাবদ পাওনা ৬,৪১,৯৭,৭০৫/- মোট ১৭,৮৫,৪৯,০২১/- টাকা কর্মকর্তা / কর্মচারীদের পাওনা রয়েছে। সভাপতি এ প্রসঙ্গে বলেন মাত্র কয়েকদিন হল তিনি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাই এবিষয়ে পরবর্তীতে উত্থাপনের প্রস্তাব করেন। উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন ।

সিদ্ধান্ত ঃ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বকেয়া পাওনার বিষয়ে পরবর্তীতে প্রস্তাব উত্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা / বাজেট-কাম-হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

১০ নং আলোচ্যসূচী ঃ বিবিধ (খ)

আলোচনাঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, সভাপতির অনুমতিক্রমে বলেন, পরিচ্ছন্নতা কাজে নিয়োজিত দৈনিক মজুরী ভিত্তিক অস্থায়ী শ্রমিকগণ এবং নগর ভবনের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত দৈনিক মজুরী ভিত্তিক অস্থায়ী কর্মচারীগণ মজুরী বৃদ্ধিসহ সাপ্তাহে ১ দিনের ছুটির আবেদন করেছেন, এ বিষয়ে জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান গাজী (হিরু), কাউন্সিলর ১৭নং ওয়ার্ড, জনাব আলহাজ্ব সৈয়দ হাবিবুর রহমান, কাউন্সিলর ৩নং ওয়ার্ড, জনাব সৈয়দ হুমায়ুন কবির লিংকু, কাউন্সিলর ০৯নং ওয়ার্ড প্রমুখ বলেন-অনেক শ্রমিক /কর্মচারী তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে না। যে সকল দৈনিক মজুরী ভিত্তিক শ্রমিক / কর্মচারী কাজ করে না তাদের অব্যহতি প্রদানপূর্বক কর্মরত দৈনিক মজুরী ভিত্তিক অস্থায়ী শ্রমিক / কর্মচারীদের মজুরী বৃদ্ধিসহ পর্যায়ক্রমে সপ্তাহে ১দিন ছুটির বিষয়ে সভাপতি প্রস্তাব করেন। উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ যে সকল দৈনিক মজুরী ভিত্তিক অস্থায়ী শ্রমিক/ কর্মচারী কাজ করে না তাদের অব্যহতি প্রদানপূর্বক কর্মরত দৈনিক মজুরী ভিত্তিক অস্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী পুনঃনির্ধারণসহ পর্যায়ক্রমে সপ্তাহে ১দিন ছুটি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা / সচিব / প্রশাসনিক কর্মকর্তা / বিভাগীয় / শাখা প্রধান (সকল), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

১০ নং আলোচ্যসূচী ঃ বিবিধ (গ)

আলোচনাঃ জনাব শাহিন সিকদার, কাউন্সিলর ১৬নং ওয়ার্ড, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বলেন- সাবেক মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ এর মেয়াদকালে অসামাঞ্জস্য হারে হোল্ডিং ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন যে, যার পূর্বে হোল্ডিং ট্যাক্স ৫,০০০/-টাকা ছিল, সেখানে ৫০,০০০/- টাকা ট্যাক্স পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে অথচ পার্শ্ববর্তী হোল্ডিং ট্যাক্স অপরিবর্তীত রয়েছে। এই বৈষম্যের কারণে অনেকে পুনঃনির্ধারিত হারে ট্যাক্স পরিশোধ করছেন না। জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান গাজী (হিরু), কাউন্সিলর ১৭নং ওয়ার্ড, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বলেন যে, বরিশাল মহানগরীতে ৫৬,৪০০ হোল্ডিং এর মধ্যে কাঠামো পরিবর্তনের কারণে মাত্র ২৯৭৫টি হোল্ডিং এর পুনঃমূল্যায়ন করে হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে। জনবল সংকটের কারণে স্বল্প সংখ্যক শুনানী বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছিল। অধিক সংখ্যক শুনানী বোর্ডের মাধ্যমে কাঠামো পরিবর্তন হওয়া বাড়ী ঘরের ট্যাক্স পুনঃমূল্যায়ন করা হলে বৈষম্য দূর করা সম্ভব হবে। সভাপতি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বৃদ্ধির স্বার্থে এবং বৈষম্য দূরীকরনের জন্য কাঠামো পরিবর্তন হওয়া বাড়ী ঘরের তালিকা দ্রুত প্রণয়নপূর্বক অধিক হারে শুনানী বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনা করে হোল্ডিং ট্যাক্স পুনঃধার্যের প্রস্তাব করেন। উপস্থিত কাউন্সিলরগণ উক্ত প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ মহানগরীর সকল ওয়ার্ডে কাঠামো পরিবর্তন হওয়া বাড়ী ঘরের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক, প্রতি সপ্তাহে ৪টি বোর্ডের মাধ্যমে শুনানী করে হোল্ডিং ট্যাক্স পুনঃনির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৪টি বোর্ড যথাক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ও সচিব পরিচালনা করবেন। সহযোগিতায় থাকবেন রাজস্ব কর্মকর্তা, চীফ এ্যাসেসর, আইন উপদেষ্টা, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও ২ জন নির্ধারিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর।

বাস্তবায়নে ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা / প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা / সচিব / রাজস্ব কর্মকর্তা / চীফ এ্যাসেসর, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

১০ নং আলোচ্যসূচী ঃ বিবিধ (ঘ)

আলোচনাঃ প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন সভাপতির অনুমতিক্রমে বলেন যে, ২০০৭ সালে হাট-বাজারের তোলা আদায়ের রেইট চার্ট অনুমোদন করা হয়েছিল। গত ১৬/১৭ বছরে তোলা আদায়ের হার পুনঃনির্ধারণ না হওয়ায় ইজারাদারগণ নিজেদের ইচ্ছামত তোলা বা খাজনা আদায় করে থাকেন। বর্তমানে এ নিয়ে সমস্য সৃষ্টি হওয়ায় সময়োপযোগী একটি রেইট চার্টের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, যা পাঠ করে শোনানো হয়। এ প্রসঙ্গে জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, কাউন্সিলর ২৮নং ওয়ার্ড- বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির স্বার্থে উল্লিখিত রেইট চার্টটি সভায় অনুমোদনের প্রস্তাব করেন। এ নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ প্রস্তুতকৃত রেইট চার্ট সভায় অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের হাট / বাজার, বাস টার্মিনাল, খেয়াঘাট, পাবলিক টয়লেট ও জবাইখানার তোলা আদায়ের ক্ষেত্রে হালনাগাদকৃত নিম্নরূপ রেইটচার্ট সর্বসম্মতিক্রমে সভায় অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক্রঃ নং	পন্য দ্রব্যের নাম	অনুমোদিত তোলার হার
০১	ধান (বিক্রেতায় দেয়) (ক) দোকান প্রতি (খ) মন প্রতি (গ) রিক্সা/রিক্সা ভ্যান প্রতি	 ১০/- ০৫/- ০৮/-
০২	চাউল/আটা (বিক্রেতায় দেয়) (ক) মন প্রতি (খ) খুচরা দোকান ও চালা ঘর (গ) রিক্সা/রিক্সা ভ্যান প্রতি	 ০৫/- ১০/- ০৮/-
০৩	রবিশষ্য- গম/যব/কালাই/মটর/মশুর/ছোলা/খেসারী/মুগ/অড়হর/আলু(বিক্রেতায় দেয়) (ক) মন প্রতি (খ) খুচরা দোকান ও চালা ঘর (গ) রিক্সা/রিক্সা ভ্যান প্রতি	 ০৮/- ১০/- ০৮/-
০৪	তরকারী- ১। কাঁচা মালের বস্তা প্রতিটি (৫০ কেজি) ২। কাঁচা মালের বস্তা প্রতিটি (১০০ কেজি) ৩। কাঁচা মালের ট্রে প্রতিটি ৪। কাঁচা মালের কার্টুন (বড়) প্রতিটি ৫। কাঁচা মালের কার্টুন (ছোট) প্রতিটি ৬। কাঁচা মালের পিকআপ/ট্রাক প্রতিটি ৭। কাঁচা মালের আলফা প্রতিটি ৮। কাঁচা মালের অটো প্রতিটি ৯। তরকারীর দোকান প্রতিটি	 ০৫/- ১০/- ০৩/- ০৫/- ০২/- ৭৫/১০০/- ২০/- ১০/- ১০/-
০৫	পাট- মন প্রতি (বিক্রেতার দেয়)	০৫/-
০৬	(ক) পিয়াজ/রসুন/আদা/আলু (স্থায়ী দোকান) (খ) ডালি/ঝুরি প্রতি (গ) মন প্রতি (পাইকারী বিক্রয় ক্ষেত্রে ক্রেতায় দেয়)	১০/- ০৫/- ০৫/-
০৭	(ক)শুকনা মরিচ/কাঁচা মরিচ দোকান প্রতি (খ) ডালি/ঝুরি প্রতি (খ) মন প্রতি (পাইকারী বিক্রয় ক্ষেত্রে ক্রেতায় দেয়)	১০/- ০৫/- ০৫/-
০৮	(ক)হলুদ/ধনিয়া/মেথি কালিজিরা ইত্যাদি মসলা জাত দ্রব্য- স্থায়ী দোকান (খ) ডালি/ঝুরি প্রতি (গ) মন প্রতি (পাইকারী বিক্রয় ক্ষেত্রে ক্রেতায় দেয়)	১০/- ০৫/- ০৫/-
০৯	টমেটো ঝুরি প্রতি	০৫/-
১০	লেবু/পেয়ারা/জামরুলঃ- (ক) দোকান প্রতি (খ) ডালি/ঝুরি প্রতি (গ) রিক্সা/রিক্সা ভ্যান প্রতি	 ১০/- ০৫/- ০৮/-
১১	আম/কাঠাল/লিচু/তরমুজঃ- (ক) রিকসা/ভ্যান (খ) স্থায়ী দোকান প্রতি (গ) ডালি/ঝুরি প্রতি	 ০৮/- ১০/- ০৫/-
১২	মাছ- (ক) মন প্রতি (পাইকারী ক্ষেত্রে ক্রেতায় দেয়) (খ) ঝুরি প্রতি (গ) দোকান প্রতি (ঘ) শতকরা	 ১৫/- ০৫/- ১০/- ৩%(সর্বোচ্চ)

ক্রঃ নং	পন্য দ্রব্যের নাম	অনুমোদিত তোলার হার
১৩	মাংশ (ক) গরু ও ছাগলের মাংশের দোকান প্রতি (খ) ছাগল, ভেড়া ও মহিষের মাংশের দোকান প্রতি	 ১৫/- ১০/-
১৪	(ক) হাঁস/মুরগী/পাখি বিক্রয় শতকরা (ক) ঝুরি প্রতি (খ) পাইকারী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শতকরা (ক্রেতায় দেয়)	৩% ১০/- ৩% (সর্বোচ্চ)
১৫	ডিম- (ক) দোকান প্রতি (খ) ঝুড়ি প্রতি	 ১০/- ০৫/-
১৬	পান, বিড়ি, সিগারেটঃ (ক) দোকান প্রতি (খুচরা বিক্রয়) (খ) বিড়ি/সিগারেট পাইকারী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দোকান প্রতি (গ) পানের ঝুড়ি প্রতি (খুচরা) পান ঝুড়ি প্রতি পাইকারী (ঘ) চায়ের আলগা দোকান	 ১০/- ০৬/- ০৩/- ০৫/- ১০/-
১৭	চুনের দোকান প্রতি	০৫/-
১৮	(ক) সুপারী মন প্রতি (খ) সুপারী খুচরা দোকান প্রতি	১০/- ০৫/-
১৯	(ক) তামাক দোকান প্রতি (খ) তামাক পাতা গাড়ী প্রতি	১০/- ০৮/-
২০	(ক) ইক্ষু মাথা আটি প্রতি	০৫/-
২১	ডাব/নারিকেল/কলা/ফল/দোকান প্রতি (ক) পাইকারী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শতকরা	১০/- ০৩/-
২২	খাজা, মুড়ি, বাদাম, চানাচুর ইত্যাদি দোকান প্রতি	১০/-
২৩	(ক) গুড় মন প্রতি (পাইকারী ক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য দেয়) (খ) গুড়ের আলগা দোকান	০৫/- ০৮/-
২৪	মিষ্টান্নর দোকান	১০/-
২৫	দুধ, দধি (দোকান প্রতি)	১০/-
২৬	মনোহারি দোকান	১০/-
২৭	মুদি বাকালী- স্থায়ী/অস্থায়ী	১০/-
২৮	বিভিন্ন স্টল প্রতি	১০/-
২৯	(ক) কাপরের দোকান প্রতি (চালা ঘর) (খ) কাপরের দোকান প্রতি (বাহিরের)	১০/- ০৮/-
৩০	দর্জি দোকান প্রতি	১০/-
৩১	নাপিতের দোকান প্রতি	০৮/-
৩২	মুদির দোকান প্রতি	১০/-
৩৩	কর্মকার কর্তৃক নির্মীত (কৃষি কাজে ব্যবহারের সরঞ্জামাদীর) দোকান প্রতি	১০/-
৩৪	কৃষি সরঞ্জামের মেরামতের জন্য কর্মকারের দোকান প্রতি	১০/-
৩৫	কুমার, সুতার, ফেরীওয়ালা ইত্যাদি দোকান প্রতি	০৫/-
৩৬	কাশার বাসন দোকান প্রতি	১০/-
৩৭	বরফের দোকান প্রতি	১০/-
৩৮	ঔষধের দোকান প্রতি	২০/-
৩৯	সর্বপ্রকার ভোজ্য তেলের দোকান প্রতি	১০/-

ক্রঃ নং	পন্য দ্রব্যের নাম	অনুমোদিত তোলার হার	ক্রঃ নং	পন্য দ্রব্যের নাম	অনুমোদিত তোলার হার
৪০	ছাতার দোকান প্রতি	০৫/-	৬১	টিন প্রতি বান্ডিল (ক্রেতায় দেয়)	১০/-
৪১	মাদুর/পানির দোকান প্রতি	০৫/-	৬২	জুতা/মুচির দোকান প্রতি	০৫/-
৪২	সুতা ও জালের দোকান	০৫/-	৬৩	চামড়া-	
৪৩	বাঁশ ও বেতের তৈরী দ্রব্যাদির দোকান	০৮/-		(ক) গরু মহিষের চামরা প্রতিটি	০৫/-
৪৪	প্রতি (সাজি কুলা)	০৩/-		(খ) ছাগল ও ভেরার চামড়া প্রতিটি	০২/-
	বাঁশ বিক্রয় শতকরা	(সর্বোচ্চ)	৬৪	গরু, মহিষ, ভেরা, ছাগল, ঘোড়া ইত্যাদি	৩%
৪৫	সোনা, চান্দি, রোপ্যের দোকান প্রতি	১০/-		প্রতিটি পশু বিক্রয়ের শতকরা (ক্রেতা দেয়)	(সর্বোচ্চ)
৪৬	এ্যালুমিনিয়াম দোকান প্রতি	১০/-	৬৫	জ্বালানি কাঠ : (ক) জালানী কাঠ বড় গাড়ী	১০/-
৪৭	লোহার দোকান প্রতি	১০/-		(খ) ছোট গাড়ী	০৫/-
৪৮	কাচের জিনিস পত্রের দোকান প্রতি	১০/-	৬৬	ঝালাইকরা দোকান প্রতি	০৫/-
৪৯	বইয়ের দোকান প্রতি	০৫/-	৬৭	তালা, চাবি, লাইন মেরামত দোকান প্রতি	০৫/-
৫০	হকার দোকান প্রতি	০৫/-	৬৮	হোটেল রেস্তোরা দোকান প্রতি	২০/-
৫১	রুটি, বিস্কুটের দোকান প্রতি	০৫/-	৬৯	স্বমিল থাকলে প্রতিদিন	১০/-
৫২	কেরোসিন তেলের দোকান প্রতি	১০/-	৭০	লেপ তোষকের দোকান প্রতি	১০/-
৫৩	ক. ভোজ্য তৈল/কেরোসিন তৈল পাইকারী	০৩/-	৭১	বাস টার্মিনাল	
	ক্রয় ক্ষেত্রে	০৩/-		(ক) আন্তঃজেলা (বাস প্রতি)	৫০/-
	খ. টীন প্রতি ক্রেতার দেয়			(খ) লোকাল (বাস প্রতি)	২৫/-
৫৪	লবন/সোডা বস্তা প্রতি পাইকারী ক্ষেত্রে	০৫/-	৭২	খেয়াঘাট জন প্রতি সর্বোচ্চ	০২/-
	(ক্রেতায় দেয়)		৭৩	পাবলিক টয়লেট : (ক) প্রসাব	০২/-
৫৫	লবন সোডা খুচরা দোকান প্রতি	১০/-		(খ) গোসল	০৫/-
৫৬	(ক) মাটির হারি পাতিলের গাড়ীর প্রতি	০৫/-		(গ) পায়খানা	০৫/-
	(খ) মাটির হারি পাতিলের দোকান প্রতি	০৫/-	৭৪	জবাইখানা	
৫৭	কাঠের চাকা, দরজা জানালা দোকান প্রতি	১০/-		(ক) প্রতিটি গরুর জন্য	৫০/-
৫৮	খোলা সরবতের দোকান প্রতি	১০/-		(খ) প্রতিটি মহিষের জন্য	৮০/-
৫৯	কাঠের আসবাবপত্র দোকান প্রতি	১০/-		(গ) প্রতিটি ছাগল/ভেড়ার জন্য	২০/-
৬০	আসবাবপত্র ও কাচা ঘরবাড়ী নির্মান যোগ্য কাঠ				
	(ক) নৌকা প্রতি	২০/-			

* পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এখন থেকে উল্লিখিত রেইটচার্ট কার্যকর হবে।

বাস্তবায়নে ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা / প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা / সচিব / বাজার ও ষ্টল সুপারিনটেনডেন্ট, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

১০ নং আলোচ্যসূচী ঃ বিবিধ (ঙ)

আলোচনাঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল মহানগরীর সৌন্দর্য বর্ধন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বর্ষা মৌসুমে বৃক্ষ রোপন অভিযান পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে জনাব আকতার উজ্জামান গাজী হিরু, কাউন্সিলর ১৭ নং ওয়ার্ড, বরিশাল মহানগরীর সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য বিভিন্ন রাস্তার আইল্যান্ড এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপনের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন- বর্ষা মৌসুম প্রায় শেষ তাই দ্রুত সময়ের মধ্যে গাছের চারা রোপন করা প্রয়োজন। উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ চলতি বর্ষা মৌসুমে নগরীর সৌন্দর্য্য বর্ধন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে স্থানীয় বৃক্ষ মেলা / নার্সারী থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা ক্রয়পূর্বক বৃক্ষরোপন অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা / সচিব / প্রধান প্রকৌশলী / বাজেট কাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

১০ নং আলোচ্যসূচী ঃ বিবিধ (চ)

আলোচনাঃ সভাপতির অনুমতিক্রমে বাজেট কাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বলেন- যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সিটি কর্পোরেশন থেকে অন্যত্র বদলী হওয়ায় শেষ কর্মস্থল থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন তাদের প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদি

পরিশোধের জন্য বিভিন্ন পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন থেকে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বরাবরে পত্র প্রেরণ করেছে। এ প্রসঙ্গে জনাব মনিরুজ্জামান তালুকদার, কাউন্সিলর ২৭ নং ওয়ার্ড বলেন, যে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী বরিশাল সিটি কর্পোরেশন থেকে অন্যত্র বদলী হওয়ায় শেষ কর্মস্থল থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন তাদের কর্মকালীন সময়ের আনুপাতিক হারে আর্থিক সুবিধাদি যেমন লামগ্রান্ট, গ্রাচুইটি প্রেরণ করার প্রস্তাব করেন। উপস্থিত কাউন্সিলবৃন্দের এ ব্যাপারে কোন আপত্তি না থাকায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ যে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী বরিশাল সিটি কর্পোরেশন থেকে বদলী হয়ে অন্যত্র গিয়ে অবসর গ্রহণ করেছেন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে তাদের কর্মকালীন সময়ের আনুপাতিক *হারে আর্থিক সুবিধাদি যেমন* লামগ্রান্ট, গ্রাচুইটি ইত্যাদি প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা / সচিব / বাজেট কাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা / প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।

১০ নং আলোচ্যসূচী ঃ বিবিধ (ছ)

আলোচনাঃ সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, কাউন্সিলর ২৮নং ওয়ার্ড, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বলেন- বিগত ৪র্থ পরিষদের সময়ে নগরবাসী তাদের কাঙ্খিত সেবা পায়নি। বিশেষ করে অবকাঠামো নির্মাণের প্লান অনুমোদনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের জটিলতা দেখা দেয়। পরবর্তীতে ৫ম পরিষদের শুরু থেকে সাবেক মেয়র মহোদয় জটিলতা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও নগরবাসীর চাহিদা মোতাবেক অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্লান অনুমোদন দেয়া সম্ভব হয়নি। বর্তমানে অবকাঠামো নির্মানের প্লান অনুমোদন কমিটির অনেক সদস্য বিশেষ করে কাউন্সিলরবৃন্দ নগর ভবনে আসছেন না এবং প্লান অনুমোদন কমিটির সভাও হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে নগরবাসী আবার ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। এই ভোগান্তি নিরসনের জন্য তিনি প্লান অনুমোদন কমিটি পুনর্গঠনের প্রস্তাব করেন। এ নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ কমিটি সংশ্লিষ্ট যে সকল কাউন্সিলরবৃন্দ বর্তমানে নগরভবনে আসছেন না এবং কোন সভায় অংশগ্রহণ করছেন না, তাদের কমিটি থেকে বাদ দিয়ে নিম্নরুপ প্লান অনুমোদন কমিটি পুনর্গঠন করা হলো :

সীমানা প্রাচীর থেকে ছয়তলা পর্যন্ত

১।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সভাপতি
২।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৩।	সচিব, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৪।	কাউন্সিলর, (সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৫।	কাউন্সিলর, (সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড) সংরক্ষিত আসন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৬।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৭।	নির্বাহী প্রকৌশলী, (সংশ্লিষ্ট অঞ্চল), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৮।	বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৯।	টাউন প্লানার, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
১০।	স্থপতি, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদস্য সচিব

সাততলা থেকে তদুর্ধ্ব

১।	প্রশাসক মহোদয়, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সভাপতি
২।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৩।	সচিব, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৪।	কাউন্সিলর, (সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৫।	কাউন্সিলর, (সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড) সংরক্ষিত আসন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৬।	প্রধান প্রকৌশলী / তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৭।	নির্বাহী প্রকৌশলী, (সংশ্লিষ্ট অঞ্চল), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৮।	টাউন প্লানার, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৯।	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, বরিশাল।	সদস্য
১০।	উপ-পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, বরিশাল।	সদস্য
১১।	বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
১২।	স্থপতি, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	সদস্য সচিব

বাস্তবায়নে ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা / সচিব/ প্রধান প্রকৌশলী /স্থপতি / টাউন প্লানার, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

১০ নং আলোচ্যসূচী ঃ বিবিধ (জ)

আলোচনা ঃ সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন বরিশাল পুলিশ লাইনের সামনের রাস্তা অথবা পুলিশ লাইনের সম্মুখ থেকে পুলিশ সুপারের বাসভবন পর্যন্ত রাস্তার নাম মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বরিশালের অতিঃ পুলিশ সুপার, শহিদ গোলাম হোসেন এর নামে নামকরণের প্রস্তাব করেছেন। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বরিশালে একজন এ.ডি.সি শহিদ হয়েছিলেন- তার নামেও একটি রাস্তার নামকরণ করা উচিৎ বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। এ প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হওয়া এ.ডি.সি সাহেবের নামে পূর্বেই রাস্তা নামকরণ করা হয়েছে। সভাপতি মুক্তিযুদ্ধে শহিদ তৎকালীন অতিঃ পুলিশ সুপার গোলাম হোসেন এর নামে পুলিশ লাইন চত্বর থেকে পুলিশ সুপারের বাসভবন পর্যন্ত রাস্তার নাম "বীরমুক্তিযোদ্ধা শহিদ গোলাম হোসেন সড়ক" নামকরণের প্রস্তাব করেন। উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হওয়া তৎকালীন বরিশালের অতিঃ পুলিশ সুপার গোলাম হোসেন-এর নাম অনুসারে পুলিশ লাইনের সম্মুখ থেকে পুলিশ সুপার এর বাস ভবন পর্যন্ত রাস্তার নাম "বীরমুক্তিযোদ্ধা শহিদ গোলাম হোসেন সড়ক" নামকরণের বিষয়ে সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহীত হয় এবং উক্ত সুপারিশ অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা-কে অনুরোধ করা হয়।

বাস্তবায়নে ঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা / প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল। ভাদ্র

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বা:/-
(মোঃ শওকত আলী)
প্রশাসক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
ও
বিভাগীয় কমিশনার
বরিশাল।

স্মারক নং: বিসিসি/প্রাঃ সাঃ সভাঃ ১০/২৩- ৫৯১(ক)

তারিখ: ৩১ ভাদ্র ১৪৩১ / ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪

সদয় অবগতি/ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। কাউন্সিলর (সকল), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
৩। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
৪। সচিব, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
৫। বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল (বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬। বিভাগীয় প্রধান (সকল), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
৭। শাখা প্রধান (সকল), বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।
৮। জনাব .....
৯। সংশ্লিষ্ট নথি।

১৫.০৯.২০২৪
(মাসুমা আক্তার)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারঃ)
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন।